আজম মাহমুদ

ভারতীয় বাজেটে তথ্য প্রযুক্তির ওপর শুল্ক হ্রাস

ভারতীয় নতুন বাজেটে কমপিউটার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের ওপর বড় ধরনের আমদানী শুল্ক হ্রাসের ফলে তাদের তথ্য প্রযুক্তি একটা বড় ধরনের উৎসাহ পাবে। তথ্য প্রযুক্তিতে ভারতীয়দের বিশাল অগ্রগতিকে আরো বেগবান করতে কার্যকরী সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন ভারতের প্রয়োগবুদ্ধিসম্পন্ন জাতীয় নেতারা এই আমদানী শুল্ক শিথিলকরণের মাধ্যমে।

'কমপিউটারের যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যারকে এখন আধুনিক বিশ্বে কোন বিচক্ষণ সরকার তার রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেনা। ব্যাপক কমপিউটারায়নের মাধ্যমে দেশে কমপিউটার সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, মিশন ক্রিটিক্যাল ও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি রফতানী করে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ব্যস্ত এখন সবাই। ভারতীয়দের সর্বশেষ পদক্ষেপ তারই ইঙ্গিত দেয়। বাজেটে সব ধরনের সফটওয়্যার আমদানী শুল্ক কমিয়ে অভিন্ন ১০% রাখা হয়েছে। আগে এই হার ছিল এ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের জন্য ২০% এবং সিস্টেম সফটওয়্যারের জন্য ৬৫%। ডিস্ক ড্রাইভ এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের শুল্ক ৪০% থেকে কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। এতে করে তাদের সফটওয়্যার উদ্ভাবনের খরচ কমবে অনেকটা। ভারতীয় জাতীয় সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস শিল্প সমিতির নির্বাহী সম্পাদক ডি. মেহতা বলেন যে এই শুল্ক হ্রাসের ফলে ১৯৯৫-৯৬ বছরে বার্ষিক রফতানীর প্রবৃদ্ধি ঘটবে ৫০% এবং ঘরোয়া শিল্পের প্রবৃদ্ধি হবে কমপক্ষে ৬০%।

সমিতি আশা করছে যে চলতি ১৯৯৪-৯৫ বছরে ভারত সফটওয়্যার রপ্তানী থেকে আয় করবে প্রায় ১৪০০ কোটি ভারতীয় রুপী যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩৮% বেশি। ১৯৯৪-৯৫ এ ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার বাজারের পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ভারতীয় রুপী। গত বছরের চেয়ে এটি ৪০% বেশি। তথ্য প্রযুক্তি বাজারকে আর্থিকভাবে আরো লোভনীয়করার জন্য বাজেটে যে আর্থিক উৎসাহটিকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় সফটওয়্যার উদ্ভাবনকারীরা সেটি হচ্ছে সফটওয়্যার রাফতানী থেকে অর্জিত মুনাফা আয়কর রেয়াত পাবে। অন্যতম ভারতীয় কমপিউটার প্রস্তুতকারক এইচসিএল-এইচপি কোম্পানী প্রধান অজয় চৌধুরী বলেন, 'সফটওয়্যার রফতানী থেকে প্রাপ্ত মুনাফাকে আয়কর মুক্ত করায় দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ এখন সম্ভব হবে।'

ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি মহল এই বাজেটকে গ্রে-মার্কেট প্রতিরোধক হিসেবে প্রশংসা করেছে। শক্তিশালী ভারতীয় কমপিউটার নির্মাতা সমিতি প্রধান কে. আর. প্যালটা বলেন, 'ভারতীয় কমপিউটার বাজারে গ্রে-মার্কেট বিষয়টি বাড়ছে ভীতিজনক হারে, মোট হার্ডওয়্যার বাজারের ৪০% গ্রাস করেছে এই গ্রে-মার্কেট। কমপিউটার যন্ত্রাংশের ওপর শুল্ক হ্রাসের ফলে গ্রে-মার্কেটকে কোনঠাসা করা সম্ভব হবে এখন।'

তবে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে বাজেটে শুল্ক হ্রাসের তালিকায় ডিস্ক ড্রাইভকে অন্তর্ভুক্ত করায় স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কারণ ভারতে স্থানীয়ভাবে তৈরি হয় ডিস্ক ড্রাইভ।

কমপিউটার সিস্টেমের ওপর শুল্ক ৬৫% থেকে কমিয়ে ৪০% করায় সরাসরি প্রভাবে ভারতীয় কমপিউটার ক্রেতারা ১২% কমে স্থানীয়ভাবে তৈরি কমপিউটার সমূহ কিনতে পারবে। উল্লেখ্য যে বিশ্ব প্রসিদ্ধ কমপিউটার নির্মাতাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে ভারতে সব ধরনের কমপিউটার তৈরি হয়। আমাদের মত তৈরি বিদেশী কমপিউটার চড়া শুল্ক দিয়ে তারা আমদানী করে না।

কমপিউটার রফতানী প্রসঙ্গে প্যালটা বলেন যে, সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সফটওয়্যার সেক্টরের মত অবস্থা হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আসেনি। অতি সম্প্রতি ভারতীয় নির্মাতারা বিদেশে হার্ডওয়্যার বিক্রি শুরু করেছে এবং এই প্রাথমিক পর্যায়ে উৎসাহ জনক যে কোন বাজেট সহায়তাকে তারা স্বাগত জানাবে।

বাংলাদেশের বাজেট সামনে। এদেশে কমপিউটারায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয় চড়া আমদানী শুল্ক। তথ্য-প্রযুক্তির সব পক্ষই নিরুৎসাহিত এটির জন্য। আসন্ন বাজেটে কমপিউটার ও এটির আনুষঙ্গিক উপকরণের উপর বিদ্যমান আমদানী শুল্ক হ্রাসের ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাদার সমিতি ও বিক্রেতা সমিতি এখনো সংকোচে মুখ খুলেনি। আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি মালয়েশিয়ার অনুরূপ কমপিউটারের ওপর আমদানী শুল্ক শূন্য করা হোক তথ্য প্রযুক্তির বহু প্রতিক্ষিত বিপ্লবকে তরান্বিত করতে।

গণচীনে ভ্যাট রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে কমপিউটার

গণচীনের সবচেয়ে অধিক রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশ গুয়াংডং-এর জাতীয় কর ব্যুরোর প্রাদেশিক শাখাটি। ব্যুরোর তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক সম্প্রতি জানান যে, পুরো প্রদেশজুড়ে ব্যাপক হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ফাঁকির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্যুরো একটি কমপিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। আগামী তিন বছর এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভ্যাট সংশ্লিষ্ট ইনভয়েস সমূহ তদারক করা হবে।

গণচীনের অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধমুখী অঞ্চলে কর প্রতিষ্ঠান সমূহে কমপিউটারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের যে লক্ষ্য সরকার নির্ধারিত করেছে গুয়াংডং কমপিউটার স্থাপনা হচ্ছে তার প্রথম বাস্তব প্রয়োগ। গণচীনের মোট কর রাজস্বের ১১% যোগায় এই প্রদেশ। ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মত সাংহাইকে অতিক্রম করে গুয়াংডং সরকারী কোষাগারে প্রায় ২৮ কোটি টাকা বেশি রাজস্ব প্রদান করে। এ বছর তারা মোট কর রাজস্ব আয় করে প্রায় ১৩ হাজার ২শ' কোটি টাকা। ১৯৯৩ সালের চেয়ে এই অর্থ ৪৬% বেশি। প্রদেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহ সংগ্রহ করে আরো প্রায় ১১ হাজার ৬শ' কোটি টাকার রাজস্ব ১৯৯৪ সালে। এ ক্ষেত্রে তারা রেকর্ড ৪০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

গত কয়েক বছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রদেশ জুড়ে ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে ভূয়া ব্যাট ইনভয়েস ক্রেতাদের প্রদান করে অতিরিক্ত সহজ মুনাফা বানাচ্ছে। এই প্রবণতা বাড়ছে ক্রমাগত। এই অসুস্থ অভ্যাস মূলোৎপাটিত করার জন্য সরকার বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং দাগী ভ্যাট ফাঁকিবাজদের শাস্তি প্রদানের জন্য মৃত্যুদণ্ডসহ বেশ কিছু কঠোর দণ্ডবিধি চালু করেছে।

প্রদেশের ভ্যাট পদ্ধতিতে কিছু ফাঁকের সুযোগে এটি অপব্যাবহারের পথ রুদ্ধ করবে এই নতুন কমপিউটারায়ণ। এই ব্যাপক ভ্যাট ইনভয়েস টৈকিং কমপিউটার সিস্টেমটির সাথে সংযুক্ত করা হবে প্রদেশের ১৩০,০০০ করদাতাকে। ব্যুরোর তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক বলেন, "তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন ও পণ্যের আদান প্রদান সমূহের সব কিছু প্রতিফলিত হবে আমাদের এই কমপিউটার নেটওয়ার্কে।"

নেটওয়ার্কটিকে নিরপদ্রব সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অবকাঠামো গুয়াংডং-এ বিদ্যমান রয়েছে। একটি জাতীয় স্যাটেলাইট টেলিকম নেটওয়ার্কের সহায়তায় গুয়াংডং প্রদেশ থেকে প্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডাটা প্রেরণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে সরকারের কাছে ডাটা প্রেরণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে ছাড়িয়ে থাকা অধীনস্থ শাখা অফিস থেকেও ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

কমপিউটার যুগে প্রবেশের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কর ও রাজস্ব ডাটা সমূহ আদান-প্রদান করা হতো চিঠি পত্রের মধ্যেমে। গুয়াংডং এর সব প্রধান নগরী ও শহরসমূহের কর শাখা অফিসকেও কমপিউটারে সজ্জিত করা হয়েছে কর তথ্য ও ডাটা সমূহকে ইলেকট্রনিক ভাবে প্রসেস করে প্রাদেশিক সদর দফতরে প্রেরণের জন্য।

প্রাদেশিক কর কর্তৃপক্ষ আশা করেছে যে ২০০০ সাল নাগাদ গণচীনের বিস্তৃতি 'পলি' নদী অঞ্চলের পুরোটাই কমপিউটারজাত কর আদায়কারী ও ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের আওতায় এসে পড়বে।